# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৪ সংখ্যা ২৯ আগস্ট ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা


## ২১ আগস্টের সফল বাংলা বন্‌ধ

# জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সমুজ্জ্বল

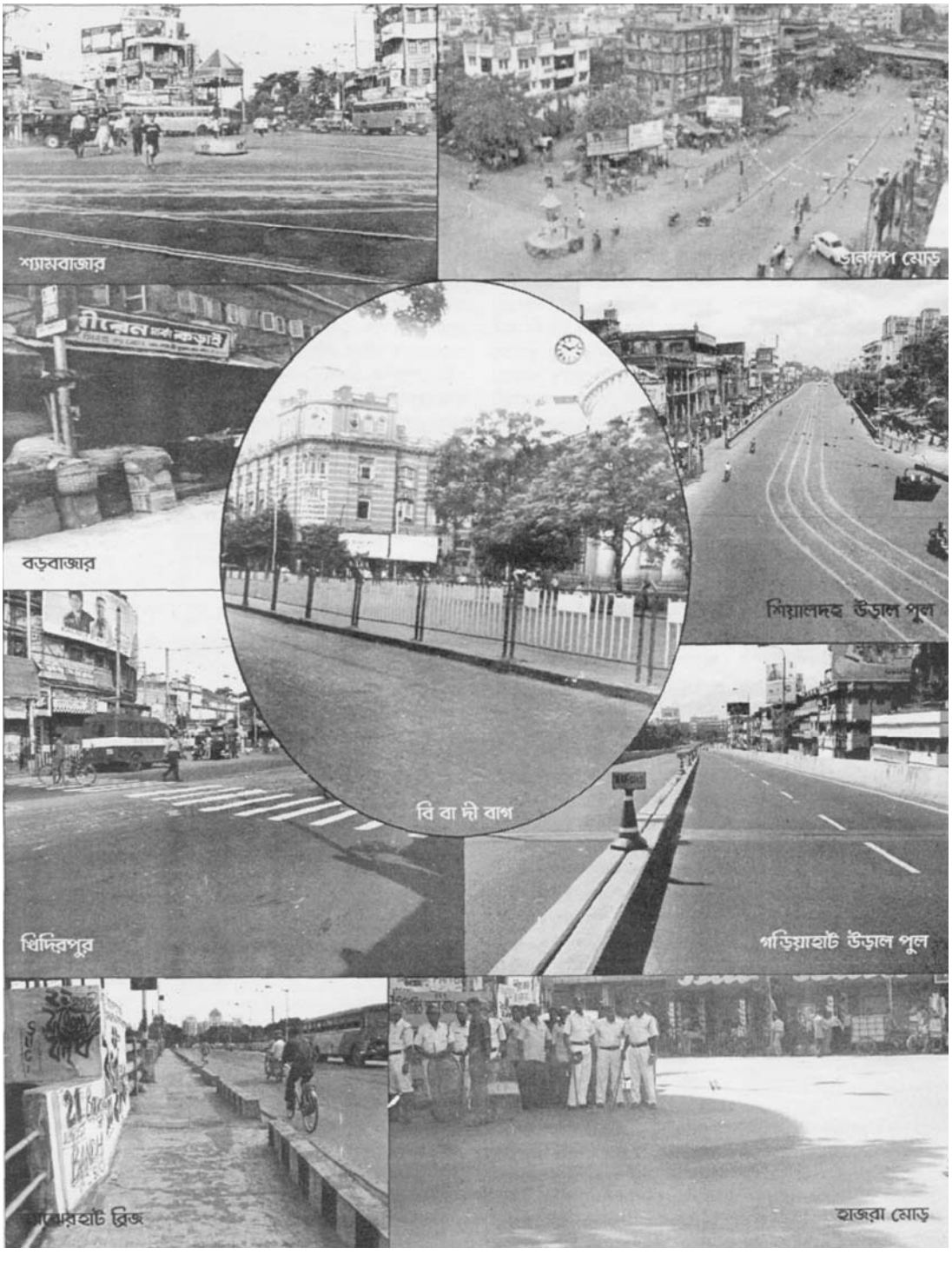


জনগণের দাবি নিয়ে এস ইউ সি আই-এর আন্দোলনের কর্মসূচিগুলি সর্বদাই যেমন গণআন্দোলন সম্পর্কে জনগণকে অধিকতর সচেতন করে, আরও নিবিড়ভাবে তাদের আন্দোলনের সাথে যুক্ত করে ২১ আগস্টের বাংলা বন্‌ধও তাই করে গেল। মালিকশ্রেণী, সরকার ও শাসকদল সি পি এম নেতৃত্বের প্রবল বিরুদ্ধ তা ও চাপের মুখে দাঁড়িয়ে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ যেভাবে এই বন্‌ধকে সফল করেছেন, তাকে অভূতপূর্ব না বললে সত্যের অপলাপ হবে। বন্‌ধের এই সাফল্য বন্‌ধবিরোধীদের যেমন হতবাক করে দিয়েছে, অন্যদিকে এই সাফল্যে সবচেয়ে বেশি গর্বিত হয়েছে জনসাধারণ। তাই তাঁরা নিজেরাই এসে এস ইউ সি আই কর্মীদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তাঁরাই আমাদের কর্মীদের বলছেন, 'এবারের বন্‌ধ ব্যাপকতা ও গভীরতায় এস ইউ সি আই-এর ডাকা আগেকার বন্‌ধগুলিকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। তোমরা এগোচ্ছ, আরও এগিয়ে যাও। দেশের এই দুর্দিনে তোমাদের আরও এগোন দরকার, আরও শক্তি দরকার।' বন্‌ধের সাফল্যে জনগণের উচ্ছ্বাস যখন এভাবে ফেটে পড়ে, তখন বলার দরকার হয়না যে, এই বন্‌ধকে জনগণ চাপিয়ে দেওয়া নয়, নিজেদের আন্দোলন বলেই গ্রহণ করেছেন।

যথারীতি মালিকশ্রেণী নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম এবার অত্যন্ত নগ্নভাবেই বন্‌ধবিরোধী প্রচারে নেমেছিল। এই বন্‌ধ ঘোষণা করা হয়েছিল ১৫ জুলাই। সংবাদমাধ্যমগুলি দীর্ঘদিন বন্‌ধ সম্পর্কে একটি বাক্যও প্রকাশ না করে সম্পূর্ণ নীরব থেকে চেষ্টা চালিয়েছিল যাতে বন্‌ধের কথা জনগণের মন থেকে মুছে দিতে পারে। কিন্তু সংবাদমাধ্যমের প্রচারের উপর কোনদিনই এস ইউ সি আই নির্ভর করেনি। এবারও এস ইউ সি আই কর্মীরাই একের পর এক আন্দোলনের কর্মসূচি রূপায়ণ করতে করতেই বন্‌ধের প্রচার করেছে। রাজ্য জুড়ে কয়েক হাজার দেওয়াল লিখন হয়েছে, বাংলা-হিন্দি-উর্দু ভাষায় ৬ লক্ষ বুলেটিন, আরও ১০ লক্ষ হ্যাণ্ডবিল পৌঁছে দিয়েছে জনগণের হাতে। কেন্দ্র

*দুয়ের পাতায় দেখুন*

# ২১ আগস্টের বাংলা বন্‌ধ

*একের পাতার পর*

ও রাজ্য সরকারের কোন্ কোন্ নীতির বিরুদ্ধে এই আন্দোলন, কেন আন্দোলন ছাড়া পথ নেই, মেকী ও খাঁটি আন্দোলনের মধ্যে তফাৎ কী, ভণ্ড মার্কসবাদী সি পি এম নেতৃত্বের সাথে সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল এস ইউ সি আই-এর পার্থক্য কোথায়, এস ইউ সি আই-এর শক্তির উৎস যে মার্কসবাদ - লেনিনবাদ - শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা প্রভৃতি বিষয় ব্যাখ্যা করে এস ইউ সি আই-এর সুনির্দিষ্ট বক্তব্য ও রাজনীতি তুলে ধরা হয়েছিল ঐ প্রচারপত্রগুলিতে। পাশাপাশি জনগণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে পথসভা ও মাইকপ্রচার চালানো হয়েছে গ্রামে-শহরে, পাড়ায় পাড়ায়। বাকিটা করেছেন জনগণই। তাঁরাই এক একজন একাধিক বুলেটিন ও হ্যাণ্ডবিল নিয়ে পরিচিতদের পড়িয়েছেন, কোথাও প্রচারে ঘাটতি দেখলে এস ইউ সি আই অফিসে ফোন করে, কর্মীদের ডেকে অনুযোগ করেছেন, প্রচার বাড়াতে বলেছেন। পথে-ঘাটে, বাসে-ট্রেনে এরাই বলেছেন, 'এস ইউ সি আই কর্মীরা মার খেয়ে রক্ত দিয়ে জনগণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে লড়াই করে। ২১ আগস্টের বন্‌ধও একটা লড়াই, এ লড়াই জনগণের, এ বন্‌ধ কেউ আটকাতে পারবেনা।' কোনও দল-না-করা সাধারণ মানুষই কেবল নয়, সি পি এম দলের সাধারণ সৎ কর্মী-সমর্থক, যাঁরা নিজেরাও মালিকশ্রেণী ও সরকারি আক্রমণের শিকার, তাঁরাও বলেছেন, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ হওয়া দরকার। তাঁরাও বন্‌ধের প্রতি নীরবে সমর্থন উজাড় করে দিয়েছেন।

২১ আগস্টের ৪/৫ দিন আগে প্রবল জনসমর্থনের যখন ঢেউ উঠল, তখন একদিকে সি পি এম নেতৃত্বের হুকুমে সর্বত্র শহরে-গ্রামে বন্‌ধবিরোধী প্রচার শুরু হল, দলীয় মস্তানদের দিয়ে দোকান বাজারে হুমকি ও ভয় দেখানো হতে থাকল, অন্যদিকে মালিকশ্রেণী তাদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম নিয়ে নেমে পড়ল একথা প্রচার করতে যে, 'জনগণ বন্‌ধ চায় না' এবং 'বন্‌ধ আন্দোলনের অস্ত্র হিসাবে "ভোঁতা" হয়ে গিয়েছে।' এরপরও বন্‌ধ অভূতপূর্বভাবে সফল হওয়ায় মালিকশ্রেণী আরও ক্ষিপ্ত হয়েছে, বন্‌ধবিরোধী প্রচারের মাত্রাও বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এসব কোনও প্রচার জনগণকে স্পর্শ করতে পারেনি। কারণ জনগণ দেখেছে, এরা এস ইউ সি আই-এর বন্‌ধের বিরুদ্ধে প্রচার করছে, অথচ কলে-কারখানায় মালিকশ্রেণী শ্রমিকদের উপর যে বর্বর শোষণ-নির্যাতন চালাচ্ছে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যেভাবে সাধারণ মানুষের উপর একের পর এক কর-দরের বোঝা চাপাচ্ছে, বিদ্যুৎ-শিক্ষা-হাসপাতালের চিকিৎসাকে সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যাচ্ছে, গরিব মানুষের বেঁচে থাকাই যেখানে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেখানে সেসবের বিরুদ্ধে এরা একটি কথাও বলছে না। মালিকশ্রেণী ও সরকারপক্ষের যৌথ আক্রমণ প্রতিরোধ করার, জনগণের ন্যায্য দাবি আদায়ের অন্য কোনও পথও তারা দেখাতে পারছে না, শুধু তোতাপাখির শেখানো বুলির মতো আউড়ে যাচ্ছে, 'বন্‌ধ করে কিছু হয়না।' শ্রমিক ধর্মঘট, ছাত্র ধর্মঘটেও এরা একই কথা বলে। আন্দোলনের কর্মসূচি হিসাবে মিছিল-মিটিং, অবরোধ হলেও একই বুলি শোনায়। এভাবে আসলে এরা মালিকশ্রেণীর স্বার্থে আন্দোলনবিরোধী মন ও পরিবেশ তৈরি করতে চায়। না হলে এসত্য অত্যন্ত স্পষ্ট যে, এস ইউ সি আই-এর ডাকা বন্‌ধ আকস্মিক কোনও চাপিয়ে দেওয়া ও লাঠির জোরে করা বন্‌ধ নয়, গদির স্বার্থে দলীয় শক্তি দেখানোর জন্যও নয়। আন্দোলন চলতেই চলতেই তার একটা পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হিসাবেই এই বন্‌ধ আসে। বন্‌ধ একবার হবে না বারবার হবে, একদিনের হবে না তার বেশি হবে, দীর্ঘ ব্যবধানে হবে না অল্প ব্যবধানে হবে, সবই নির্ভর করে সরকারের আক্রমণ, আন্দোলন ও জনগণের দাবিগুলি সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সর্বোপরি আন্দোলনের গতিবৃদ্ধি ও জনগণের চাহিদার ওপর। লাগাতার আন্দোলন চলতে চলতে আন্দোলনের প্রয়োজনে জনগণের যথার্থ সমর্থন ও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে যে বন্‌ধ হয়, তা কখনও "ভোঁতা" হয়ে যায় না, হয়ওনি, হতেও পারে না। এস ইউ সি আই-এর ডাকা বন্‌ধ সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে নয়, যথার্থ জনস্বার্থে এবং জনগণের মতামত ও পূর্ণ সমর্থনের ভিত্তিতে হয় বলেই এমন স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বাত্মক হয়।

বিপরীতে যে সি পি এম নেতৃত্ব বন্‌ধ ব্যর্থ করার জন্য জনগণকে আহবান করেছিলেন, তাঁরা কিন্তু সেজন্য জনগণের উপর নির্ভর করেননি। কার্যত জনগণের বিরুদ্ধে তাঁরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ২১ আগস্টের বন্‌ধ ব্যর্থ করতে ভয়ভীতি দেখানো, হুমকি, জবরদস্তি সবই করিয়েছেন সি পি এম নেতৃত্ব। পুলিশি ব্যবস্থাও ছিল বিশাল। রাস্তায় রাস্তায়, থানায় থানায় সমস্ত পুলিশকর্মীদের রাতে থেকে যেতে হুকুম জারি করা হয়েছে, অফিসের গেটে, বাজারে-দোকানে টাঙানো এস ইউ সি আই ব্যানার পুলিশ জোর করে খুলেছে, ছিঁড়েছে, দেখলেই গ্রেপ্তার করেছে। বন্‌ধের দিন সি পি এম মস্তানবাহিনী নামিয়েছিল জোর করে দোকানবাজার ব্যাঙ্ক অফিস, কোর্ট কাছারি কলকারখানা খোলাবার জন্য। বন্‌ধের বিরুদ্ধে এরা রাস্তায় রাস্তায় প্রকাশ্যে শক্তি দেখিয়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছে, এস ইউ সি আই কর্মীদের মেরেছে, পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে। সশস্ত্র পুলিশ ও র‍্যাফ এদের কিছু বলেনি। অথচ, এস ইউ সি আই কর্মীদের একত্রিতভাবে কোথাও রাস্তাতেই নামতে দেয়নি পুলিশ। যে রাস্তায় সি পি এম-এর মিছিল পুলিশের সামনেই বন্‌ধবিরোধী শ্লোগান দিয়ে বিনা বাধায় চলে গেছে, যে রাস্তায় পুলিশের সামনেই বন্ধ দোকান বাজার খোলাবার জন্য সি পি এম মস্তানবাহিনী জবরদস্তি করেছে, সেই রাস্তাতেই এস ইউ সি আই কর্মীদের সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ মিছিলও পুলিশ আটকে দিয়েছে, লাঠিপেটা করেছে, মহিলা কর্মীদের সাথে জঘন্য কুৎসিৎ আচরণ করেছে, শত শত কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। এভাবেই সেদিন সারা রাজ্যে সি পি এম ফ্রন্ট সরকার বন্‌ধ-বিরোধীদের জন্য একরকম ও বন্‌ধ-সমর্থনকারীদের জন্য অন্যরকম আইন চালু করেছিল। শুধু কি তাই? স্বয়ং রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী বলেছেন, অন্যদিনের চেয়ে কয়েকশত বেশি বাস-ট্রাম চালিয়েছে সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারও অঢেল ট্রেন চালিয়েছে, কলকাতায় মেট্রো রেল চলেছে স্বাভাবিক নিয়মে। কোথাও বাধা পড়েনি। শুধু ছিলনা কোথাও যাত্রীসাধারণ, অর্থাৎ মানুষ বাস-ট্রাম-ট্রেনে চড়েন নি, স্বেচ্ছায় বয়কট করেছেন। এটাই এস ইউ সি আই-এর ডাকা বন্‌ধের বৈশিষ্ট্য, যা বারবার প্রমাণ করে দিচ্ছে, এস ইউ সি আই-এর ডাকা বন্‌ধকে জনগণ একটা সত্যিকারের আন্দোলন হিসাবেই গ্রহণ করেন, যেটা সি পি এমের সরকারি ছুটির বন্‌ধ, তৃণমূল বা কংগ্রেসের মত দক্ষিণপন্থী দলগুলির ডাকা বন্‌ধে ঘটতে দেখা যায়না।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে এদেশে বহু ধর্মঘট আন্দোলন হয়েছে। স্বাধীনতার পর কংগ্রেসী শাসনেও হয়েছে। সেই সমস্ত ধর্মঘট-আন্দোলন উভয়েই পুলিশ দিয়ে মিলিটারি নামিয়ে নির্মমভাবে দমনও করেছে। সিপিএম-ও করছে। কিন্তু তার সাথে সিপিএম একটা মারাত্মক জিনিস যোগ করেছে। আন্দোলন ও ধর্মঘট দমনে পুলিশের সাথে দলীয় ক্রিমিন্যালবাহিনীকে তারা প্রকাশ্যে ব্যবহার করছে। আর একটা জিনিসও তাদের শাসনে হচ্ছে, তাহল আন্দোলনের মহিলা কর্মীদের উপর বর্বর পৈশাচিক হামলা। মহিলাদের জামা কাপড় পর্যন্ত টেনে ছিঁড়ে দেওয়া হচ্ছে। এবার বন্‌ধের দিন কলকাতার হাজরা মোড়ে প্রকাশ্য রাস্তায় পুলিশের এক ডেপুটি কমিশনারের সামনে পুলিশ বাহিনী মহিলা কর্মীদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে যেভাবে তাদের গায়ের শাড়ি-ব্লাউজ ছিঁড়েছে, অশালীনভাবে তাদের গায়ে হাত দিয়েছে, তা কিসের ইঙ্গিত বহন করে, সি পি এম নেতৃত্ব একবার ভেবে দেখবেন। মানুষ সমস্ত মূল্যবোধ হারিয়ে পশুতে পরিণত না হলে একাজ করতে পারেনা। সি পি এম নেতৃত্ব আজ নিছক গদি ও অর্থের লোভে মালিকশ্রেণীর সেবা করতে গিয়ে গণআন্দোলনকে মারতে পুলিশের একাংশকে পশুতে পরিণত করে চলেছেন। তাদের এই আচরণকে কী বলা যায়? একি ফ্যাসিস্ট আচরণ নয়?

ক্ষমতা মদমত্ত শাসকরা চিরকাল মনে করে দিন এভাবেই যাবে। কিন্তু ইতিহাস সেকথা বলেনা। এবারও ২১ আগস্ট গণআন্দোলনের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে গেল প্রশাসনের শক্তি, মস্তানের শক্তি, পুঁজিপতিদের অর্থশক্তি — এসবই সম্মিলিত জনশক্তির সামনে নিতান্তই তুচ্ছ হয়ে যায়। ইতিহাসে জনশক্তিই নিয়ামক ভূমিকা পালন করে।

*বন্‌ধের দিন বালি ব্রীজ*

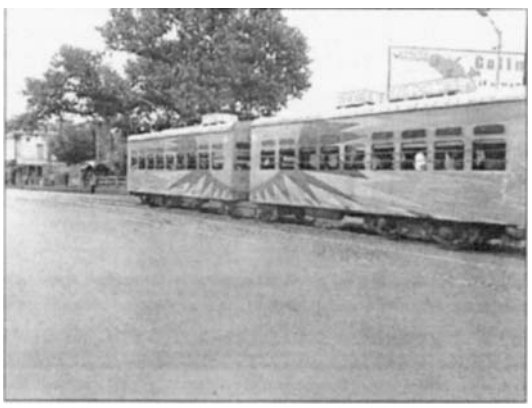

*কলকাতা। বন্‌ধের দিন যাত্রীবিহীন ফাঁকা ট্রাম।*

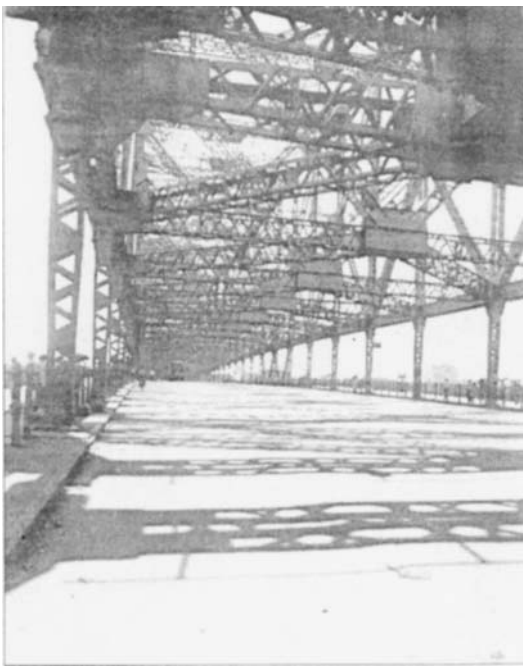

*বন্‌ধের দিন হাওড়া ব্রীজ*

## ২৪ আগস্ট সাধারণ কর্মীসভায়

# কমরেড নীহার মুখার্জীর বার্তা

*[ বন্‌ধ ও পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার জন্য রাজ্য কমিটির আহ্বানে ২৪ আগস্ট যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে একটি সাধারণ কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় আমাদের প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী প্রেরিত নিম্নলিখিত বার্তাটি পড়ে শোনান হয়। ]*

কমরেডস্,

গত ২১ আগস্ট ২০০৩ তারিখের বাংলা বন্‌ধের নজিরবিহীন সাফল্য দক্ষিণপন্থী ও মেকী বামপন্থী দলগুলোকে ও সর্বোপরি প্রধান শাসক দল সিপিআই(এম)কে যে বিস্ময়াহত এবং আতঙ্কিত করেছে তাদের আচরণে তা সুস্পষ্ট, মুখে তারা যাই বলুক। শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীকেও এই বন্‌ধ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন করেছে। এই অভূতপূর্ব বন্‌ধ 'আংশিক সফল' বলে বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমের সমস্বরে প্রচার তারই প্রমাণ।

রাজ্যের সমস্ত অংশের মেহনতী মানুষ, বামপন্থী ও অন্যান্য দলের কর্মীসাধারণ মনেপ্রাণে বন্‌ধের সফলতা কামনা করেছেন। অনেকে সক্রিয় ভূমিকাও নিয়েছেন। আমাদের দলের কর্মী, সমর্থক, দরদীরা দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন। তাদের সঙ্গে মিলে বিশেষতঃ আমাদের মহিলা কর্মীরা পুলিশ ও সিপিআই(এম)-এর ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীকে বীরত্বের সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন। এঁদের সকলকে আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির এবং আমার নিজের তরফে আমি সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমাদের দল সরকারী ক্ষমতা, পার্লামেন্টারি রাজনীতির সুবিধা কিংবা পেশীশক্তির জোরে বন্‌ধ সংগঠিত করেনা — বিপ্লবী রাজনীতির শক্তিতে করে। এই রাজনীতির প্রতিফলন আমাদের কর্মীদের সংস্কৃতির মধ্যে যতটুকু ঘটেছে এবং দলের যে ধারাবাহিক সংগ্রামী ভূমিকা তাঁরা দেখেছেন — তারই জন্য অকুণ্ঠভাবে জনসাধারণ এই বন্‌ধকে তাদের নিজেদের বন্‌ধ হিসাবে নিয়েছেন। এই বন্‌ধ সংগঠিত করতে গিয়ে যে নানান অভিজ্ঞতা ঘটেছে তা নিয়ে এবং বন্‌ধের সাফল্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আপনাদেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন করতে হবে। আপনারা মনে রাখবেন, ভবিষ্যতে আরও বহু কর্মকান্ডে এইরকম বা এর থেকেও বড় সাফল্য আপনাদের আসবে। কিন্তু, মনে রাখতে হবে, এই সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও তার সহায়ক বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনার সময় একটা সত্যিকারের বিপ্লবী দলের আসল লক্ষ্য থাকে বিপ্লবের প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করা। বিপ্লবী দলের কাছে সমস্ত সাফল্য যাচাইয়ের এই একটিই নিরিখ। সেই বিপ্লবের রাস্তা পরিস্কার হবেনা, যদি বাইরের আন্দোলনগুলোর পাশাপাশি পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগ্রামকে সঠিক প্রক্রিয়ায় এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাওয়া না হয়।

সংকটজর্জরিত ভারতীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আক্রমণ জনগণের ওপর দিনে দিনে আরও ব্যাপক, আরও অসহনীয় ও আরো নির্মম হবে, তা বলা বাহুল্য। এই প্রতিটি আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চেতনা ও সংগঠনকে ছড়িয়ে দেওয়াই হচ্ছে বন্‌ধ সহ সমস্ত গণআন্দোলনের লক্ষ্য। কিন্তু, তার জন্য চাই সঠিক কর্মপন্থা অনুসরণ করা। এইজন্যই আমাদের দল গণকমিটি গঠনের মাধ্যমে গণআন্দোলন পরিচালনার ওপর শুরু থেকে জোর দিয়ে এসেছে। এই গণকমিটিগুলো গড়ে তুলতে হলে জনগণের মধ্যে পড়ে থেকে, তাদেরই একজন হয়ে নিজেকে গড়ে তুলে, তাদের জয় করে, ভয়-ভীতি-দ্বিধা দূর করে, তাদের নেতার জায়গাটায় যেতে হবে। এইভাবে যখন নানান পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে একজন কর্মী সত্যিই জনতার নেতা হয়ে ওঠেন, তখন গণকমিটি করাটা সমস্যা থাকেনা। কিন্তু গত ২৭ জানুয়ারির বন্‌ধে এবং এবারেও মুখে রক্ত তুলে প্রধানতঃ কাজ করে গিয়েছেন শুধু কর্মীরাই। অথচ, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা হল—

"বিপ্লবী পার্টি বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে — একথা ঠিক। কিন্তু, বিপ্লবটা করে জনসাধারণ। ফলে, জনগণের মধ্যে বিপ্লবের উপযুক্ত রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে না পারলে বিপ্লব মুষ্টিমেয় পার্টি কর্মীর দ্বারা — তাঁরা যত সৎ ও নিষ্ঠাবানই হোননা কেন — হতে পারে না। আর, একথাও মনে রাখা দরকার, জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লবের উপযুক্ত এই রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া এবং সংগঠন গড়ে তোলার কাজটি অত্যন্ত কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ।"

সমস্ত কর্মকান্ডের সাফল্যকে এই নিরিখে বিচার করতে হবে। তাই আন্দোলন পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মপদ্ধতিকে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখা দরকার। দেখা দরকার যে, বন্‌ধের আপাতদৃষ্ট বিপুল সাফল্য সত্ত্বেও এবং তার কিছু সুফল থাকলেও, বিপ্লবী আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে তা কতটা কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। কাজেই সঠিক কর্মপদ্ধতির প্রশ্নটির উপযুক্ত মীমাংসা করতে না পারলে, এত বিপুল জনসমর্থনকে সংগঠিত রূপ দিতে এবং গণআন্দোলনকে আকাঙ্ক্ষিত পথে নিয়ে যেতে আমরা পারব না — কেননা এটা শুধু সদিচ্ছায় হয়না। অন্যদিকে, আন্দোলনকে সঠিক পদ্ধতিতে পরিচালনার দ্বারা ব্যাপক জনসাধারণকে ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ ও সক্রিয় করতে পারলে গোটা দেশের রাজনীতির মোড় ঘুরে যাবে।

এই উপযুক্ত কর্মপদ্ধতিকে পূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে কার্যকরী করাটা শেষবিচারে পুরোপুরি নির্ভর করে নেতৃত্বের আদর্শগত ও রাজনৈতিক উপলব্ধির ওপর। আর, সমস্ত কর্মীর উপযুক্ত আদর্শগত মানটা গড়ে ওঠা নির্ভর করে পার্টির মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার আধারে জীবনের সর্বদিককে ব্যাপ্ত করে আদর্শগত চর্চার একটা জীবন্ত পরিবেশ বজায় থাকার ওপর। আবার, নিয়ত যৌথ কর্মকান্ড, সাহচর্য এবং আলাপ-আলোচনা ছাড়া এই পরিবেশ বজায় রাখা যায়না। ঠিক তেমনই স্তরে স্তরে খোলাখুলি আত্মসমালোচনা-সমালোচনা — বিশেষ করে নেতৃত্বের প্রতি যে কোনও অন্ধতার খোলাখুলি সমালোচনা ছাড়াও এই পরিবেশকে রক্ষা করা যায়না। অন্যদিকে, সঠিক পদ্ধতিতে সচেতনভাবে এই আন্তঃপার্টি আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করলে দলের সর্বস্তরে উন্নত আদর্শগত চেতনা, ভারমুক্ত ও খোলামেলা পরিবেশ, অফুরন্ত কর্মপ্রেরণা এবং নেতা ও কর্মীদের মধ্যে যথার্থ দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

*২৪ আগস্ট সল্ট লেক স্টেডিয়ামের কর্মীসভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ*

কিন্তু, আন্দোলনগুলো পরিচালনার সাথে সাথে যে গুরুত্ব দিয়ে পার্টির আভ্যন্তরীণ এই আদর্শগত সংগ্রামটা পরিচালনা করা প্রয়োজন — যে সংগ্রাম নেতা-কর্মীদের উন্নত চরিত্র গঠনে, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মান উন্নয়নে, কমিউনিস্ট গুণাবলী অর্জনের পক্ষে সহায়ক — সেই সংগ্রামটা গুরুতরভাবে অবহেলিত হচ্ছে। এই সংগ্রামটা অবহেলিত হওয়ার ফলে নেতা-কর্মীদের সম্পর্কও মূলতঃ নিছক কাজের সম্পর্কে পর্যবসিত হচ্ছে, আদর্শগত চেতনা ও প্রেরণা দুর্বল হচ্ছে এবং পার্টির সামগ্রিক শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহারও আমরা করতে পারছিনা। অথচ, এই সংগ্রামটা সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারলে তা আন্দোলনগুলোকে সম্প্রসারিত ও সংহত করার ক্ষেত্রেও সাহায্য করবে।

একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টিকে শোষিত জনগণের সংগ্রামের সেনাপতিমন্ডলী বলা হয়ে থাকে, প্রত্যেকটি বিপ্লবী কর্মী যার এক একজন সেনাপতি। তাই, বিপ্লবের স্বার্থে তো বটেই, গণআন্দোলনের স্বার্থেও পার্টির আভ্যন্তরীণ আদর্শগত সংগ্রামকে কখনও গৌণ করা চলেনা। তা ঘটলে, কঠিন ও কঠোর আদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ লেনিনিস্ট মডেলের নতুন ধরনের একটি দল হিসাবে যে রূপে আমাদের দলকে গড়ে তুলেছিলেন তার প্রাণসত্তাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাতে আন্দোলন গড়ে উঠলেও তা মূল লক্ষ্যপূরণ করতে পারবে না।

আপনাদের সর্বশেষে বলব, কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষা এবং নিজেদের সংগ্রামী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আন্তঃপার্টি সমাজতান্ত্রিক আদর্শগত সংগ্রামকে তীব্রতর করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকে উদ্যোগ নিন এবং তার চেতনায় গণআন্দোলনেও বিপ্লবী ভূমিকা পালন করুন।

*কলকাতা। বন্‌ধের দিন হাজরায় মহিলা কর্মীদের উপর পুলিশের বর্বর লাঠিচালনা ডেপুটি কমিশনারের সামনেই*

# আমরা সবাই যতদিন না নামবো, ততদিন

২১ আগস্ট কলেজ স্ট্রিট বইপাড়া, বেলা সাড়ে বারোটা, জালান কলেজ বন্ধ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট যে এত চওড়া তা এদিন না এলে বোঝা যেত না। ক্রেতা-বিক্রেতা, হকার-দোকানদার, ভ্যানচালক ছাত্রছাত্রীর কলরবে রোজকার মুখরিত রাজ্যের বৃহত্তম বইবাজার আজ স্তব্ধ। সেই দমবন্ধ নীরবতা ভেঙে ক্বচিৎ কদাচিৎ ঘড়ঘড়ে আওয়াজ তুলে চলে যায় ফাঁকা ট্রাম। প্রেসিডেন্সি ও সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু স্কুল, হেয়ার স্কুল বন্ধ। বন্ধ, ফ্যান্সি মার্কেটের মতো জমকালো সবকটা মার্কেট বন্ধ। ডায়মণ্ডহারবার রোড পড়ে আছে বিরাট নির্জীব সরীসৃপের মত। মাঝে মাঝে সরকারি বাস বা ট্রাম যাচ্ছে বটে, যাত্রী সংখ্যা শূন্য থেকে পাঁচ সাতের মধ্যে। ডায়মণ্ডহারবার, কাকদ্বীপ, নামখানা, রায়চক, নৈনান, বিশালাক্ষিতলা, সহরার হাট, ফলতা — দক্ষিণে পঁচিশ থেকে ষাট কিলোমিটার দূরের গ্রামগঞ্জ থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ শহরে আসেন যেসব এক্সপ্রেস বাসে,

*কলকাতা। লেনিন সরণীতে মহিলাকর্মীদের উপর পুলিশি আক্রমণ*

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধখোলা ফাঁকা গেটে এস এফ আই-এর বন্‌ধবিরোধী পোস্টার যেন নিজেকেই ব্যঙ্গ করছে। টানা সারি সারি বন্ধ দোকানের মাঝে একমাত্র ব্যতিক্রম সি পি এম দলের প্রকাশনা সংস্থার দোকান, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি। খোলা, তবে খদ্দের নেই।

সকাল সাতটায় ঠাকুরপুকুর বাজার থেকে সাড়ে বারোটায় কলেজ স্ট্রিট মার্কেট হয়ে চিৎপুর, ছাতুবাবুর বাজার, হাতিবাগান, শোভাবাজার, শ্যামবাজার পর্যন্ত দক্ষিণ, মধ্য ও উত্তর কলকাতার এতগুলি বাজারের একটিও খোলা নেই। বেহালা বাজারে ভোর রাতে রোজ পাইকারি মাছের গাড়ি আসে, আজ আসেনি। খিদিরপুরের বিশাল বাজার পুরোপুরি আজ তার একটিও নেই। আলিপুর কোর্ট, ভবানী ভবন, গোপালনগর হয়ে হাজরা মোড় পর্যন্ত সব বন্ধ। সারি সারি হলদে কালো ট্যাক্সি পথের ধারে আর পেট্রোলপাম্পে দাঁড়িয়ে, চাকা আজ ঘুরবে না। শ্মশান ছাড়া এ অঞ্চলে আর কিছু খোলা নেই। বেলা বাড়লেও শহরের ঘুম আজ ভাঙেনি। শুধু মোড়ে মোড়ে অতন্দ্র পুলিশ সঙ্গে র‍্যাফ, সংখ্যায় তারা অনেক। হাজরা মোড়ে বন্‌ধ বিরোধী মিছিল চোখে পড়ে, জনা তিরিশেক লোক, সামনে সি পি এম এর ফেস্টুন। এত স্তব্ধতার মাঝেও তাদের বিরোধিতার কণ্ঠ তত সোচ্চার নয়। রাসবিহারী মোড়, সাদার্ণ মার্কেট, টালিগঞ্জ, আনোয়ার শাহ রোড হয়ে যাদবপুর, একই রকম বন্ধ। শাসকদলের চাপ আছে,

*বালুরঘাট সব্জি বাজার*

পুলিশের জবরদস্তি আছে, তাই ব্যাঙ্কের কিছু কিছু শাখায় কর্মচারীরা ঢুকেছেন। তারপর শাটার টেনে দিয়েছেন নীচের দিকে এক দেড় ফুট ফাঁকা রেখে। ভেতরে ক্লায়েন্ট নেই, তাই লেনদেন বন্ধ। ঢাকুরিয়া ব্রিজ, গড়িয়াহাট উড়ালপুল, বালিগঞ্জ ফাঁড়ি, পার্কসার্কাস সব একরকম জনশূন্য, যানশূন্য। মল্লিকবাজার বন্ধ, যেমন বন্ধ যদুবাবুরবাজার, লেকমার্কেট বা এণ্টালি মার্কেট। মৌলালি হোক বা বেলভিডিয়ার, সমস্ত সদাব্যস্ত যানবহুল মোড়ে অফিস টাইমে ট্রাফিক পুলিশদের নিশ্চিন্ত আরামটা দেখার মতন। মোড়ে মোড়ে তৎপর পুলিশ এবং র‍্যাফ, পাশে মোতায়েন আছে সি পি এমের বন্‌ধ ভাঙার বাহিনী। অটো পার্টসের বাজার মল্লিকবাজারে গাড়ির হর্ন বাজছে না। বেলা ১১টা বেজেছে শিয়ালদহ ফ্লাইওভারে গাড়ি নেই, ওভারহেড ফুটব্রীজের সিঁড়িতে একজন ক্যামেরাম্যান ছাড়া কেউ নেই। বৈঠকখানা বাজার, নফর কোলে বাজারে বন্ধ দোকানের সামনে স্তূপাকার ঝুড়ি। শিয়ালদহ কোর্টে সব এজলাস বন্ধ। ক্রিমিনাল কোর্টে দু-একজন উকিল এলেও তাতে কাজ হয়নি। সিভিল কোর্টে একজন উকিলও আসেনি। বার লাইব্রেরিতে একজনও নেই। শূন্য চেয়ার আর উল্টানো জলের গেলাস। ঘড়িতে বেলা এগারোটা বেজে কুড়ি।

বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট ধরে সোজা দুপাশে সার বাঁধা সোনার দোকান, তারপর চশমার দোকান সম্পূর্ণ বন্ধ। এবার বন্‌ধে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আর দোকানদারদের অভূতপূর্ব সমর্থন। তার একটা কারণ কয়েক'শগুণ ট্রেড লাইসেন্স ফি বৃদ্ধির সরকারি হুমকি। এর ওপর আছে বিদ্যুতের বাড়তি দাম। প্রতিবাদে সব বাজারের মতো বন্ধ বড়বাজার পোস্তা বাজার। বন্‌ধে সামিল কলকাতার হিন্দীভাষী, উর্দুভাষী জনসমষ্টি। চিৎপুর, জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটের মতো জমজমাট জনবহুল এলাকা খাঁ খাঁ করছে। টেরেটি বাজারের এক ৭০ বছরের বৃদ্ধ বললেন, এই অঞ্চলে এমন সর্বাত্মক বন্‌ধ হতে তিনি ইতিপূর্বে দেখেননি। চাঁদনির বিশাল বাজারের জনশূন্য পথে ইতস্তত দুচারটে কুকুর। চৌরঙ্গির মোড় পড়ে আছে ফাঁকা ময়দানের মতো। শহরের প্রাণকেন্দ্র বিবাদী বাগ, সময়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে জিপিও-র বিরাট ঘড়ি, কর্মচারীর উপস্থিতি নগণ্য। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দরজা খোলা, ঢোকার বেরনোর লোক নেই। মহাকরণে ঢুকতে যেতেই বাধা, ক্যামেরা নিয়ে ঢোকা যাবে না। কেন? ভেতরে যদি

*কৃষ্ণনগর পুরসভার সামনে এস ইউ সি আই-এর মিছিল*

সন্তোষজনক উপস্থিতি থাকে তবে তার ছবি তো দেখাতেই চাইবে সরকার। তাহলে কি রাইটার্সও ফাঁকা? উত্তর মিলল বেরিয়ে আসা এক কর্মচারীর কাছে। ভেতরে রয়েছে সি পি এমের দলীয় মুখপত্র এবং একটি সরকার সমর্থক সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফার। নানা দপ্তর থেকে ছড়ানো ছেটানো কর্মচারীদের হোম (পলিটিক্যাল) দপ্তরের ঘরে এনে তোলা হচ্ছে সাজানো উপস্থিতি আর কর্মব্যস্ততার ছবি। পরদিন সরকারীভাবে মহাকরণে উপস্থিতির যে হার বলা হবে তা হয়ত রোজদিনের স্বাভাবিক হারের বেশি, অতীত অভিজ্ঞতা তা-ই বলে। শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশনে ট্রেন দফায় দফায় বন্ধ হয়েছে, আবার চলেছে। কিন্তু যাত্রী কোথায়? শূন্য প্ল্যাটফর্মে হকার বসেনি, দোকান খোলেনি। বেহালা থেকে বিধান সরণী, গড়িয়াহাট — হকার অধ্যুষিত রাজপথগুলি শূন্য। হকার উচ্ছেদে সরকার সফল হলে পথগুলি কেমন শ্মশান হয়ে যাবে তার আগাম ছবি আজ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তা মেনে নেবে না পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। তাই প্রতিবাদে আজ পথে বসেননি হকাররা। তাঁরা এই বন্‌ধের শরিক। এ বন্‌ধ তাদেরও।

বিকেল গড়ায়, ঘরে ফেরা খুব অল্প কিছু মানুষ বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে বাসের প্রত্যাশায়। কিন্তু চিত্রটা এবার আগের মতো নয়। গত বন্‌ধে দেখা গিয়েছিল, বেলা বাড়ার সাথে সাথে সরকারি বাস উধাও। যাঁরা কাজে কর্মে বেরিয়ে ছিলেন তাঁরা সংখ্যায় কম হলেও, বাস আরও কম। ফলে দুর্লভ একটি বাসের প্রত্যাশায় স্ট্যাণ্ডে মানুষের ভিড় কিছুটা ছিল। তাঁদের অনেকেই সরকারের মুণ্ডপাত করছিলেন, পথে বের করে বাস তুলে নেবার জন্য। এবার বিকালের রাজপথের ভিন্ন চেহারা। বাস খুবই কম, তবে ঘরে ফেরার মানুষের সংখ্যা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। ফলে ফেরার ভিড় নেই। দিনের শেষে নিজস্ব পাড়ায় ফেরার পথে ঘিরে ধরে কয়েকজন বন্ধু। দূরদর্শনে তারা দেখেছে হাজরা মোড়, ধর্মতলা এবং শ্যামবাজারে এস ইউ সি আই কর্মীদের ওপর পুলিশের নির্মম লাঠিচার্জ ও অকথ্য অত্যাচারের ছবি। একজন বললেন — 'বুট দিয়ে লাথি মারছে মেয়েদের? লাঠি গুঁজে দিচ্ছে পেটে, বুকে। ছেলেদের মারছে ক্যানেস্ত্রা পেটানোর মতো! কতদিন এসব চলবে? কতদিন সইবে তোমরা?" উত্তর ভেসে আসে বাতাসেই, "আমরা সবাই যতদিন না নামবো, ততদিন।"

*শ্যামবাজারে এস ইউ সি আই কর্মীকে পুলিশ টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে*

# বন্‌ধ জেলায় জেলায়

**দক্ষিণ দিনাজপুর**

২১ আগস্ট ২৪ ঘণ্টা বাংলা বন্‌ধের কর্মসূচি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ব্যাপকভাবেই সফল হয়েছে। জেলায় সমস্ত স্কুল-কলেজ, কোর্ট, বাজার, পরিবহণ ব্যবস্থা, দোকান, প্রায় সব ব্যাঙ্ক, বিভিন্ন সরকারি অফিস বন্ধ ছিল। জেলা সদরে কালেক্টরেট, পোস্ট অফিস, পুরসভাতে উপস্থিতির হার খুবই কম ছিল। বালুরঘাট সব্জিবাজার সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল — যা অন্য কোন বন্‌ধে থাকে না। সি পি এম, কংগ্রেসের ডাকা বন্‌ধেও এই বাজার খোলা থাকে। তুলনামূলকভাবে বলা যায় ২৭শে জানুয়ারির বাংলা বন্‌ধের থেকেও এবারকার বন্‌ধ আরো বেশি সফল।

বহু প্রবীণ ব্যক্তি বলেন, "বিগত ২৫ বছরের ইতিহাসে বালুরঘাটে এ ধরনের বন্‌ধ দেখিনি। দারুণ বন্‌ধ হয়েছে।" বহু মানুষ দলের আগামী দিনের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। সর্বত্র গণআন্দোলন গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

**কোচবিহার**

বন্‌ধে কোচবিহার জেলাতে মোট ১৪২ জন কর্মী-সমর্থককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। জেলার প্রায় সর্বত্রই বন্‌ধ পালিত হয়েছে।

কোচবিহার শহরের অফিসপাড়া সাগরদীঘি এলাকায় পুলিশ ও সি পি এম কর্মীরা মহিলা কর্মীদের নানাভাবে হেনস্থা করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বার অ্যাসোসিয়েশনের আইনজীবীরা কোর্ট বয়কট করেন। সকাল থেকে সি পি এম কর্মীরা এস ইউ সি আই কর্মীদের বাড়িতে বাড়িতে নজরদারি করে পুলিশকে চিনিয়ে দেয়। ভ্যানে তুলে পুলিশ মহিলা কর্মীদের মারধোর করে।

তুফানগঞ্জে সি পি এম বাহিনী এস ইউ সি আই-র মিছিলে পেছন থেকে আক্রমণ করে বেশ কয়েকজনকে আহত করে। মহিলা কর্মী রাবেয়া খাতুন, অনিমা রায় গুরুতর জখম হন। দোকানপাট খুলবার জন্য ব্যবসায়ীদের বাড়িতে বাড়িতে সি পি এম হানা দেয় এবং জবরদস্তি করে

*উত্তর দিনাজপুর। জেলা জজকোর্ট, রায়গঞ্জ*

কয়েকজনকে দোকান খুলতে বাধ্য করে। মাথাভাঙ্গাতেও একই ঘটনা ঘটেছে। হলদিবাড়ীতে অফিস-কাছারি সহ সর্বাত্মক বন্‌ধ হয়। আলিপুরদুয়ার বন্‌ধও ছিল সর্বাত্মক। এখানে পুলিশ ৪ জন এস ইউ সি আই কর্মীকে ভ্যানে

*বাঁকুড়া। শহরের ব্যস্ত অঞ্চল মাচানতলা*

তুলে ২ ঘণ্টা ধরে রাস্তায় ঘোরায় এবং যথেচ্ছভাবে পেটায়। জেলার সর্বত্রই সি পি এম নেতারা তাদের কিছু কর্মীকে পুলিশের সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করায়। তারা দিনহাটায় পুলিশের জিপে চড়ে এস ইউ সি আই কর্মীদের বাড়িতে বাড়িতে হানা দেয়। মেখলিগঞ্জে ৫৪ জন পার্টি কর্মী সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়। ফালাকাটাতেও বন্‌ধ হয় সর্বাত্মক। ডুয়ার্সের চা-বাগান ঘেরা কালচিনি শহরে এস ইউ সি আই কর্মীদের গ্রেপ্তার করেও বন্‌ধ ঠেকাতে পারেনি।

**বাঁকুড়া**

বন্‌ধের দিন যাতে দলের কর্মীরা প্রচারে নামতেই না পারে সেজন্য সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় ব্যাপক পুলিশি ধরপাকড়। সকালেই জেলা পার্টি অফিসের সামনে থেকে জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পালকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পরে বিভিন্ন জায়গায় মহিলাসহ মিছিলকারীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বাঁকুড়া কোর্টে একজন আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করলে আইনজীবী, মুহুরি সকলেই তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন। বাধ্য হয়ে পুলিশ ওই আইনজীবীকে কোর্টে ফিরিয়ে আনে এবং গ্রেপ্তার করার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে। আইনজীবী সহ সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোর্টে বন্‌ধ সফল করেন। বাঁকুড়ায় ৬ জন, সিমলাপালে ৭ জন, খাতড়ায় ১৩ জন, ওন্দায় ৫ জন ও বিষ্ণুপুরে ৩ জন কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বাঁকুড়া এল আই সি অফিস ও মল্লভূম গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সামনে ২ জন ছাত্র কমরেডকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে এলে তেজ ও সাহসের সাথে তারা তা প্রতিরোধ করে — যা উপস্থিত কর্মচারী ও জনসাধারণের মধ্যে গভীর ছাপ ফেলে। পুলিশ-প্রশাসনের এই ব্যাপক গ্রেপ্তারী সাধারণ মানুষকে বন্‌ধে সামিল হওয়া থেকে কোথাও বিরত করতে পারেনি। বাঁকুড়া শহর সহ বিষ্ণুপুর, খাতড়া, সিমলাপাল, রাইপুর, সারেঙ্গা, ছাতনা, মেজিয়া, শালতোড়া, বড়জোড়া, সোনামুখী, বেলিয়াতোড়, পাত্রসায়রের সমস্ত ব্লকগুলিতেই বন্‌ধ সর্বাত্মকভাবে পালিত হয়।

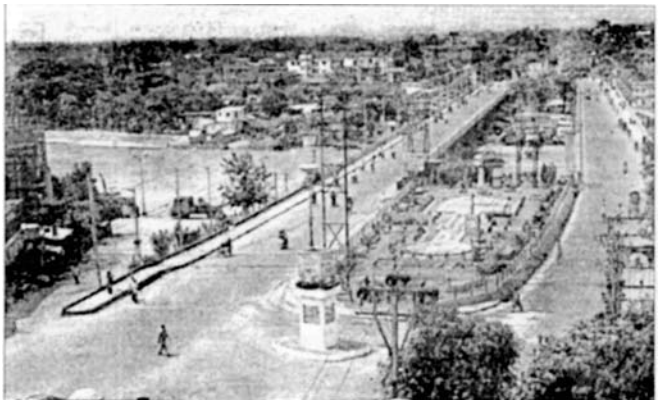

*শিলিগুড়ি মহানন্দা ব্রিজ (সংবাদ প্রতিদিন থেকে)*

*কোচবিহার। বন্‌ধ সমর্থক গ্রেপ্তার। (টিভি থেকে)*

**মুর্শিদাবাদ**

সারা রাজ্যের সাথে মুর্শিদাবাদ জেলার জনগণ তাদের নিজস্ব দাবিকে গভীর আবেগের সঙ্গে ২১ আগস্ট সফল বন্‌ধের মধ্য দিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে তুলে ধরেছে। ঘোষণা করেছে জনস্বার্থবিরোধী নীতি প্রত্যাহার করতেই হবে। সংগ্রামী জনগণ তাদের নিজস্ব সক্রিয়তার দ্বারা জেলার ২৬টি ব্লকেই ২১ আগস্টের বন্‌ধকে নজিরবিহীন সফলতা ও গৌরবের অধিকারী করেছেন। জনগণের মতামতের ভিত্তিতে জনগণের দাবি নিয়ে লাগাতার আন্দোলনের পথে বন্‌ধ-এর দায়িত্ব জনগণই কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ভোট-সর্বস্ব সৌখিন বন্‌ধের রাজনীতির সঙ্গে ২১ আগস্টের বন্‌ধের তফাৎ জনগণ করতে পেরেছেন। জঙ্গিপুর মহকুমায় — জঙ্গিপুর, ধূলিয়ান, ঔরাঙ্গাবাদ সর্বত্র বাজার-হাট-দোকান সব বন্‌ধ। রিক্সা বন্‌ধ। গরিব বিড়ি শ্রমিকরা যোগ দিলনা কাজে। বৃহত্তম বিড়ি শিল্পাঞ্চল সেদিন অচল হয়ে গেল। এস ডি ও অফিসে হাজির মাত্র ২ জন, বিডিওতে ৭। আদালত বন্ধ। সারা জেলায় বিডিও অফিসগুলিতে উপস্থিতি শূন্য থেকে ৭ পর্যন্ত। নবগ্রামে সি পি এম-এর ঘাঁটিতে বিডিওকেই অফিসের তালা খুলতে হল। ডোমকলে এস ডি ও অফিসে হাজির ১ জন। কান্দিতে ২২, লালবাগে ১৫ জন। রেজিস্ট্রি অফিস, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, সেন্ট্রাল একসাইজ, বিদ্যুৎ পর্ষদ, এল আই সি, ফুড সাপ্লাই, পূর্ত দপ্তর, আই সি ডি এস, এগ্রিকালচার অফিস, কাস্টমস্ — সারা জেলায় এরকম ৩০০'র বেশি অফিসে ও ব্যাঙ্কে তালাই খোলেনি। হরিহরপাড়া, বেলডাঙ্গা, ইসলামপুর, রাণীনগর, ভগবানগোলা, সাগরদীঘি, খড়গ্রাম, ভরতপুর, বরেএগ, কান্দি, রেজিনগর, সর্বত্র এমনই চেহারা। ফরাক্কা সুনসান। শহর লালবাগ ও জিয়াগঞ্জ ডাকঘর ফাঁকা। একটা ঘানিও ঘোরেনি রাণীনগর জুড়ে। সারা জেলায় একটাও স্কুলকলেজ হয়নি, একটা আদালতও খোলেনি। একটি বাস একটি ট্রেকার ও অটো চলেনি। দু/একটা সরকারি বাস চলেছে — যাত্রীশূন্য। ট্রেন চলেছে সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে। জেলার কেন্দ্রস্থল বহরমপুর। প্রশাসনিক ভবনে উপস্থিতি ৫ শতাংশ। সকল ব্যাঙ্ক, অফিস, বাজার দোকান বন্ধ। রিক্সা চলেছে সামান্য হাতে গোনা। কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণাগারে ৪০০ কর্মী যোগ দেয়নি কাজে। শহরে এমনই ছিল বন্‌ধের চেহারা। সীমান্ত এলাকা রাণীনগরে শেখপাড়ার মত গঞ্জ, নবীপুর, খটিয়াল, জলঙ্গি লোচনপুর, জেলার পশ্চিমপ্রান্তের সালার নিশ্চল, জনশূন্য।

*মুর্শিদাবাদ। বহরমপুর বাসস্ট্যান্ড*

পুলিশি তৎপরতা রানীনগর, বহরমপুর, লালবাগ, জঙ্গিপুরে ছিল

ছয়ের পাতায় দেখুন

# বন্‌ধ জেলায় জেলায়

*পাঁচের পাতার পর*

খুব বেশি। গ্রেপ্তার হলেন পথচলতি অবস্থায় সদর শহরে প্রবীণ শিক্ষক নেতা কমলকান্তি ঘোষ। ডোমকলে রাস্তার জনতা রোষে ফুঁসে উঠে ঘিরে ধরল পুলিশকে। নতি স্বীকার করল পুলিশ। পথ চলা কি নিষেধ এ রাজ্যে? বন্‌ধ সমর্থন করা কি নিষেধ? এই ছিল তাদের ক্ষোভের প্রশ্ন। ডোমকলে তমলুকের হাট বাজার পরিবহন সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। সকাল ৮টায় হাসপাতাল মোড়ে বিশাল পুলিশবাহিনী এস ইউ সি আই কর্মীদের ঘিরে ফেলে এবং ১০ জনকে পুলিশভ্যানে তুলে নিয়ে যায়। শহরের বিভিন্ন স্থানে টাঙানো বাংলা বন্‌ধের ফেস্টুন ব্যানার পুলিশ খুলে নিয়ে যায়। সকাল ৯টায় বিভিন্ন অফিসের গেটে এস ইউ সি আই

*পূর্ব মেদিনীপুর। জেলা শাসক অফিসের মূল বারান্দা*

গ্রেপ্তার হলেন দলের জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড মোশারফ হোসেন। সারা জেলায় গ্রেপ্তার হয়েছে ১৭৯ জন দলীয় কর্মী। ফরাক্কা ২, রাণীনগর ২০, জঙ্গিপুর ৩৩, বেলডাঙা ৩০, বহরমপুর ৫৯, ডোমকল ৩৭।

**মেদিনীপুর**

বন্‌ধ ভাঙ্গার জন্য একদিকে সি পি এম নেতৃত্ব যেমন প্রস্তুতি নিয়েছিল, তার সঙ্গে বিশাল পুলিশবাহিনীকে তারা মোতায়েন করেছিল। আর্মড ফোর্স যেমন ছিল তার সঙ্গে ছিল

*পূর্ব মেদিনীপুর। তমলুক মানিকতলা*

র‍্যাফ, কালো পোষাক পরা বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্টেনগানধারী স্পেশাল ফোর্স। ২১ আগস্ট ভোর পাঁচটা বাজতে না বাজতেই দুই জেলার হেড কোয়ার্টার মেদিনীপুর শহর ও তমলুক শহর ছেয়ে ফেলে বিভিন্ন পোষাকের পুলিশবাহিনী। মনে হয়, শহরে যেন কার্ফু ঘোষণা হয়েছে। একই চিত্র কাঁথি শহর, এগরা শহরে। প্রতিটি মোড়ে মোড়ে পুলিশ টহল দিচ্ছে। পুলিশ জীপ, ভ্যান, সারা শহর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা সদর কর্মীরা দাঁড়ানো মাত্র পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। সি পি এমের নেতা ও কয়েকজন সহযোগী পুলিশের সঙ্গে থেকে এস ইউ সি আই কর্মীদের দেখিয়ে দেয় এবং পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। ফৌজদারি ও দেওয়ানি দুটো কোর্টই বন্ধ। ফৌজদারি কোর্টে একজন এস ইউ সি আই মহিলাকর্মীকে সি আই গ্রেপ্তার করতে গেলে কোর্ট চত্বরের সমস্ত আইনজীবী, মুহুরি ও জনগণ রুখে দাঁড়ান। এক আইনজীবী চিৎকার করে বলেন, "আমাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আজ এই মহিলা কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হলে আমরা ছাড়বনা। আজ আমরা সবাই বন্‌ধকারী এস ইউ সি।" আইনজীবীদের প্রবল ধিক্কার ও বাধায় সি আই গ্রেপ্তার না করে কোর্ট চত্বর থেকে পুলিশবাহিনী নিয়ে চলে যায়। দুটি কোর্টের দরজা খোলার জন্যও কোন কর্মচারী আসেনি। তমলুক শহরের সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল, সি পি এম সমর্থক কয়েকজন কর্মচারী অফিসে এলেও ৮০ শতাংশ কর্মচারী অফিসে আসেনি।

মেদিনীপুর শহরের চিত্র একই। সকালেই রাস্তা থেকে এস ইউ সি কর্মীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করতে থাকে। মেদিনীপুর জজকোর্টে এস ইউ সি আই কর্মীদের উপর সি পি এম গুণ্ডাবাহিনী, সি পি এম সমর্থক কয়েকজন আইনজীবী ও পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে মারধর করে। এস ইউ সি কর্মীদের সমর্থনে কয়েকজন আইনজীবী এগিয়ে এলে তাদেরও মারধর করা হয়। এই আক্রমণে জজকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী ও প্রাক্তন জেলা গ্রন্থাগারিক অশ্বিনী সেন সহ কয়েকজন আইনজীবী আহত হন। সমস্ত আইনজীবী ও কর্মচারীরা তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। কোর্ট সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। পরের দিন বার কাউন্সিলের সদস্যরা জরুরি মিটিং ডেকে আইনজীবী অশ্বিনী সেন সহ অন্যান্য আইনজীবীদের যেসব সি পি এম সমর্থক আক্রমণ করেছেন তাঁদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার দাবি জানান। কোর্ট চত্বরে লাঠিচার্জ ও গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে ধিক্কার জানিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তিন দিনের মধ্যে পুলিশকে বার কাউন্সিলে এসে ক্ষমা চাইতে হবে। মেদিনীপুর শহরে বিভিন্ন স্থানে পুলিশ এস ইউ সি কর্মীদের উপর লাঠিচার্জ করে ১৪ জন মহিলা সহ ৪৮ জনকে গ্রেপ্তার করে। মেদিনীপুর শহরে বন্‌ধ ছিল সর্বাত্মক।

ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম, কাঁথি ও এগরা মহকুমা শহরে দোকানপাট হাটবাজার কোর্ট ব্যাঙ্ক স্কুল-কলেজ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। খড়্গপুরের ইন্দায় বন্‌ধের আগের দিন রাত থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করা শুরু করে। প্রচারের গাড়ি ও মাইক সহ তিনজনকে পুলিশ তুলে নিয়ে যায়, সারা রাত ও পরদিন আটকে রাখে। এগরায় এস ইউ সি কর্মীদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে, ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে। লাঠিচার্জে গুরুতর আহত কমরেড গৌরী দাস ও সত্যেন মাইতিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কাঁথি শহরে ৫২ জন বন্‌ধ সমর্থককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ঘাটাল শহরের পৌরসভা অফিসে দুই কর্মীকে সি পি এম মারধোর করে পুলিশকে দিয়ে গ্রেপ্তার করালে এলাকায় দুই শতাধিক মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং বাড়ি থেকে তালা এনে অফিসের গেটে লাগিয়ে দেয়। পরে বিশাল পুলিশবাহিনী এসে তালা ভেঙে ৪ জন সি পি এম সমর্থক কর্মচারীকে অফিসে ঢোকায়, অন্য কোন কর্মচারী অফিসে ঢোকেনি।

দীঘা তমলুক বাসরাস্তায় বাজাবেড়িয়া স্টপেজে স্থানীয় মানুষ সারাদিন রাস্তা অবরোধ করে রাখে। এবার বন্‌ধে সর্বস্তরের মানুষের, বিশেষ করে গরিব মানুষের সমর্থন ছিল প্রবল। জেলার বিভিন্ন স্থানে গরিব রিক্সাচালক ভ্যানচালক-পানচাষী বন্‌ধের প্রচার-মাইকের কাছে এসে ১০ টাকা, ৫ টাকা সাহায্য

*জলপাইগুড়ি। শহরের প্রধান ব্যবসাস্থল মার্চেন্ট রোড*

দিয়েছেন। দীঘা-মেদিনীপুর বাসরাস্তায় প্রচাররত জাহানদা ইউনিটের পার্টি কর্মীদের দীর্ঘ ১৫ দিন যাতায়াতের জন্য কোন ভাড়া বাসকর্মীরা নেন নি।

**জলপাইগুড়ি**

জেলা জুড়ে পুলিশি সন্ত্রাস এবং সি পি এম নেতাদের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষ আন্দোলনকারীদের সাথে থেকে জলপাইগুড়ি শহর সহ জেলার সর্বত্রই

*দার্জিলিং। পাহাড়ের প্রধান রাস্তা ও বাজার*

বন্‌ধকে যেভাবে সফল করলেন — এক কথায় তা অভাবনীয়। চা-বাগান অধ্যুষিত এলাকা মাদারীহাট, বীরপাড়া, মালবাজার, বানারহাট, ওদলাবাড়ী থেকে শুরু করে ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি সদর সর্বত্রই এবারের বন্‌ধ সর্বাত্মক রূপ নেয়।

জলপাইগুড়ি শহরের জেলা দায়রা আদালত, এল আই সি বিভাগীয় অফিস সহ সমস্ত ব্যাঙ্কগুলিতে কর্মচারীরা নিজস্ব উদ্যোগে এই বন্‌ধকে সর্বাত্মক রূপ দিয়েছেন। ইতিপূর্বে এই জেলায় পুলিশ এস ইউ সি আই মহিলাকর্মীদের গায়ে হাত দেয়নি, কিন্তু এবার বন্‌ধের দিন জলপাইগুড়ি শহরে এল আই সি ডিভিশনাল অফিসের সামনে বন্‌ধের সমর্থনে প্রচারকারী মহিলা কর্মীদের পুলিশ টেনে হিঁচড়ে চুলের মুঠি ধরে গ্রেপ্তার করে, যা দেখে অফিস কর্মচারী থেকে শুরু করে পথের সাধারণ মানুষ ধিক্কারে ফেটে পড়েন। বন্‌ধের দিন জলপাইগুড়িতে ৪৭ জন, ময়নাগুড়িতে ৭ জন, মালে ৬ জন, রাজগঞ্জে ১৩ জন, ও ধূপগুড়িতে ৩ জন এস ইউ সি আই কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

**দার্জিলিং**

২১ আগস্ট শিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি, নকশালবাড়ি, কার্শিয়াং এবং দার্জিলিং শহর সহ জেলার পাহাড় ও সমতলে সর্বত্র বন্‌ধ হয়েছে সর্বাত্মক। বন্‌ধ ব্যর্থ করতে সি পি এম নেতৃত্বের ব্যাপক প্রচার ও হুমকি সত্ত্বেও জেলার মানুষ সক্রিয়ভাবে বন্‌ধে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রাণচঞ্চল শিলিগুড়ি শহরের এয়ার ভিউ মোড়, বাস টার্মিনাস, হিলকার্ট রোড, জলপাই মোড়, পানি ট্যাঙ্কি রোড, বিধান মার্কেট, কোর্ট মোড় সহ অফিস-আদালত, বাজার-হাট, স্কুল-কলেজ সমস্ত বন্ধ ছিল। যে কয়েকটি সরকারি অফিস খোলা ছিল সেখানে উপস্থিতি ছিল নগণ্য। দার্জিলিং ও কার্শিয়াং শহরে সি পি এমের তীব্র বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষ, দোকানদার-ব্যবসায়ীরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে বন্‌ধ সফল করেন। উল্লেখ্য, জি এন এল এফ ক্ষমতায় আসার পরে আজ পর্যন্ত পাহাড়ে অন্য কোন পার্টি বন্‌ধ ডাকতে সাহস করে নি। গত ২৭শে জানুয়ারি এবং এবার ২১শে আগস্ট এস ইউ সি আই-এর ডাকা বন্‌ধ সর্বাত্মকভাবে সফল হওয়া পাহাড়ে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। পর পর দুবারের বন্‌ধের এই সাফল্য একদিকে যেমন জি এন এল এফ সম্বন্ধে পাহাড়ী মানুষের মোহভঙ্গকে প্রমাণ করে, তেমনি ক্ষমতাসীন দল ও পুলিশ প্রশাসনের প্রবল চাপের মুখেও তাদের লড়াকু মানসিকতার পরিচয় দেয়।

বন্‌ধের দিন এন জে পি স্টেশনে প্রচার চালানোর সময় পুলিশ ২৪ জন এস ইউ সি আই কর্মীকে এবং শিলিগুড়ি শহর থেকে ৩ জন কর্মীকে

*সাতের পাতায় দেখুন*

# বন্‌ধ জেলায় জেলায়

*ছয়ের পাতার পর*

গ্রেপ্তার করে। সি পি আর এস, এ বি জি এল এবং এ জি এস ইউ জেলায় বন্‌ধকে সমর্থন জানিয়েছিল।

**মালদহ**

বন্‌ধ সম্পূর্ণ সফল। জেলার বেশ কিছু ব্লক অফিসে শুধু বিডিও ছাড়া কেউ হাজির ছিলেন না। শহরের বেশ কিছু অফিসে তালাই খোলা হয়নি। সি পি এম কর্মচারী সমিতির হুইপ থাকা সত্ত্বেও জেলা কালেক্টরিতে উপস্থিতির হার ছিল ১০ থেকে ১২ শতাংশ। পুলিশ এস ইউ সি আই কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে এলে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদে ফেটে পড়েছেন। আইনজীবীরা আদালতের বাইরে

*মালদহ। শহরের রাস্তা থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করছে। (টিভি থেকে)*

*পুরুলিয়া। টাটা রোড, সুপার মার্কেট*

জেলা আদালত, সব ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল। যাত্রী না থাকায় দুপুরের পর সরকারি বাস বন্ধ হয়ে যায়, রাতের বাসও বাতিল করতে বাধ্য হয়। মালদহ শহরে বন্‌ধের সমর্থনে প্রচার করার অপরাধে পুলিশ ৮ জন এস ইউ সি আই কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। গাজোল, কালিয়াচক, চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর এবং বামনগোলা থানায় বন্‌ধ করেছেন মানুষ।

**পুরুলিয়া**

পুরুলিয়া জেলার ২০টি ব্লকেই বন্‌ধ করেছেন সাধারণ মানুষ। রিক্সাশ্রমিক, হকার, ছোট ব্যবসায়ী, দোকান কর্মচারী, সরকারি কর্মচারী প্রভৃতি সকল অংশের মানুষ বন্‌ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। দাঁড়িয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সহ অন্যান্যদের কাজে না যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। বান্দোয়ান ও বরাবাজারে সি পি এম দোকানদারদের হুমকি দিয়েছিল বন্ধ রাখলে দোকান জ্বালিয়ে দেওয়া হবে, যা উপেক্ষা করে ছোট ব্যবসায়ীরা বন্‌ধ করেছেন। দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড কুশধবজ মণ্ডল সহ ১১৬ জন কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

**বীরভূম**

বীরভূম জেলার তিনটি মহকুমায় ১৯টি ব্লকেই বন্‌ধ হয়েছে সর্বাত্মক। মুরারই, রামপুরহাট, নলহাটি, দুবরাজপুর, বোলপুর, লাভপুর, নানুর প্রভৃতি সর্বত্রই গরিব জনমজুর, রিকসাচালক, সবজি বিক্রেতা থেকে শুরু করে স্কুল কলেজ, ব্যাঙ্ক অফিসে উল্লেখযোগ্য সমর্থন লক্ষ্য করা গিয়েছে। এবার পুলিশি ব্যবস্থা ছিল ব্যাপক। বোলপুরে সকাল ৭টায় যখন দলীয় কর্মীরা স্লোগান দিচ্ছিলেন বন্‌ধের সমর্থনে, তখনই পুলিশ আচমকা তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় এবং আটক করে রাখে। এতদ্‌সত্ত্বেও বোলপুর শান্তিনিকেতনে জনসমর্থনে বন্‌ধ হয়েছে অভূতপূর্ব। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ ছিল। জেলার ৭টি জায়গায় পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এতে ১৬ জন কর্মী আহত হয়। জেলায় মোট ২৩৬ জন পার্টি কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। জেলায় কয়েক জায়গায় বন্‌ধ ব্যর্থ করতে সি পি এম দলের মিছিল বেরোয়। বেসরকারি বাস বন্ধ ছিল, সরকারি বাস জোর করে চালানোর চেষ্টা করলে জনসাধারণ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ট্রেনও যাত্রীহীন অবস্থায় সরকার জোর করে চালিয়েছে।

**বর্ধমান**

বর্ধমান জেলায় বন্‌ধ ছিল সর্বাত্মক। কাটোয়া, কালনা, মেমারী, ভাতার, খণ্ডঘোষ, রায়না, গলসী প্রভৃতি এলাকায় জনগণ অনেকটাই নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে বন্‌ধ সফল করেছেন। এছাড়া দুর্গাপুর, আসানসোল, বর্ধমান শহরে কয়েক জায়গায় বন্‌ধ ব্যর্থ করার চেষ্টা করেও সি পি এম সফল হয়নি, সর্বত্র বন্‌ধ হয়েছে অভূতপূর্ব। দুর্গাপুরে বেনাচিতি বাজারে সি পি এম-এর লোকজন ৫/৬ ভ্যান পুলিশ দিয়ে বাজার খোলাবার চেষ্টা করে। সেখানে ব্যাঙ্কের সামনে দলের মহিলা কর্মীদের সি পি এম মারধোর করারও চেষ্টা করে। কিন্তু শত শত মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করায় তারা পালিয়ে যায়। আসানসোলে এল আই সি অফিসের সামনে থেকে চারজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করার পর এল আই সি'র কর্মীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং পুলিশের জুলুমের বিরুদ্ধে ওখানের সিটু এবং এল আই সি কর্তৃপক্ষকে পুলিশ ডাকার জন্য চেপে ধরেন। এরপর তাঁরা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে অফিস বয়কট করে চলে যান। জেলার ২/১টি বাদে সমস্ত সরকারি অফিস, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স অফিস, দোকান বাজার সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। বেশিরভাগ কয়লাখনি ও অন্যান্য শিল্পে উপস্থিতির হার ছিল কম। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বর্ধমান শহরে যেখানে সি পি এম বাধা দেওয়ায় আগে বন্‌ধ করা যেত না সেখানে এবার জনগণ উদ্যোগ নিয়ে বন্‌ধ করলেন।

*বীরভূম। সিউড়ি মেন রোড*

*বর্ধমান। কার্জন গেট*

*বাংলা বন্‌ধের দিন মহিলাকর্মীদের উপর বর্বর পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে ২৪ আগস্ট কলকাতায় ডিসি সাউথের অফিসে এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ*

## পলিটেকনিক ছাত্রদের উপর আক্রমণের নিন্দা

১৮ আগস্ট বিকাশ ভবনে পলিটেকনিক ছাত্র-ছাত্রীদের উপর সি আই টি ইউ'র গুণ্ডাবাহিনী এবং পুলিশের যৌথ আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে এ আই ডি এস ও'র রাজ্য সম্পাদক মহিউদ্দিন মান্নান ১৯ আগস্ট নিম্নলিখিত বিবৃতিতে বলেন—

"পলিটেকনিক ছাত্রদের দশ দফা দাবিতে গতকাল বিকাশ ভবনে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের উপর সি আই টি ইউ'র গুণ্ডাবাহিনী এবং পুলিশের যৌথ আক্রমণের আমরা তীব্র নিন্দা করছি এবং দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। সাথে সাথে আমরা পলিটেকনিক ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সংহতি জ্ঞাপন করছি এবং ২০শে আগস্ট পলিটেকনিক ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্মঘটকে সমর্থন জানাচ্ছি।

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৬ বর্ষ / ৪ সংখ্যা

*সাংবাদিক সম্মেলনে (বাদিক থেকে) কমরেড মানিক মুখার্জী, কমরেড প্রভাস ঘোষ ও কমরেড রণজিৎ ধর*

# আমাদের আন্দোলন চলতে থাকবে

## — প্রভাস ঘোষ

২১ আগস্ট বিকাল ৩টায় কলকাতায় দলীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে আজকের বন্‌ধ অভাবিতভাবে সফল হয়েছে বলে আমরা মনে করি। রাজ্য সরকার এবং সি পি এম নেতৃত্ব একটা চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে বলেছিল, তারা পুলিশ বাহিনী নিয়োগ করবে, দলীয় কর্মীদের নিয়োগ করবে বন্‌ধ ব্যর্থ করার জন্য। কিন্তু সমস্ত স্তরের জনগণ আমাদের আহবানে সাড়া দিয়ে এবং আমাদের আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে এই বন্‌ধ সফল করেছেন। দার্জিলিং শহর থেকে শুরু করে সুন্দরবন পর্যন্ত গোটা পশ্চিমবঙ্গ বন্‌ধে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় রিক্সা-ভ্যান, নদীপথে নৌকা-ভুটভুটি পর্যন্ত চলেনি। এই বন্‌ধ সর্বাত্মক। এই সাফল্যের সমস্ত কৃতিত্ব পশ্চিমবঙ্গের জনগণের, আমরা তাদের অভিনন্দন জানাই।

তিনি বলেন, আজ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যাত্রীহীন ট্রেন-বাস-ট্রাম চালিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি করিয়েছে। এটা তো জনগণের টাকারই অপচয়। যারা বন্‌ধে জনগণের ক্ষতি হয় বলে যুক্তি দেখান, তারা ভেবে দেখবেন, গরিব রিক্সাচালক-দিনমজুর-ছোট ছোট চায়ের দোকান — যারা দিন আনে দিন খায় — তারা কাজ বন্ধ রাখল কেন? আমরা কী জোর করেছিলাম? বাধা দিয়েছিলাম? আসলে তাদের বেঁচে থাকাই দুঃসহ হয়ে উঠেছে। তারা আমাদের এই বন্‌ধকে প্রতিবাদ ও আন্দোলন হিসাবেই নিয়েছে। তাই একদিনের ক্ষতি তারা স্বীকার করেছে, মেনে নিয়েছে। কিন্তু একদিনে কোটি কোটি টাকা মুনাফার ক্ষতি মালিকশ্রেণী মানতে পারেনা, তাই তারা চিৎকার করে। তারা জানে এই আন্দোলন তাদের বিরুদ্ধে। 'বন্‌ধ করে কিছু হয়না' — এটা তারাই মনে করে ও প্রচার করে।

তিনি বলেন, আন্দোলন করতে করতেই আমরা বন্‌ধ ডেকেছি, বন্‌ধের পরও আন্দোলন চালিয়ে যাব। পরবর্তী পর্যায়ে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের নিয়ে আন্দোলন হবে, বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আন্দোলন, হাসপাতালের চার্জ কমাবার দাবিতে, চাষির খাজনা কমাবার দাবিতে আন্দোলন হবে। আন্দোলনে জনগণের সক্রিয় ভূমিকার জন্য আমরা হাজার হাজার গণকমিটি গড়ে তুলছি, সৎ তেজস্বী যুবক-যুবতীদের নিয়ে ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলছি। সরকার দাবি না মানলে পূজার পরে আমরা জেলাস্তরে, রাজ্যস্তরে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনে যাব, এরপর রাইটার্স বিল্ডিংস অবরোধের দিকে যাব। পরবর্তী স্তরে প্রয়োজন হলে ৪৮ ঘণ্টা কি ৭২ ঘণ্টা বাংলা বন্‌ধের দিকেও আমরা যেতে পারি, অবশ্যই জনগণের মতামত নিয়ে। আমরা কখনই কোন কর্মসূচি চাপিয়ে দিইনা, এবারও দিইনি।''

# চটকল শ্রমিকরা লাগাতার ধর্মঘটে

ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়া সম্পর্কে মালিক ও সরকারপক্ষের চরম উপেক্ষা ১৮ই আগস্ট থেকে চটকল শ্রমিকদের লাগাতার ধর্মঘটের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

গত ২৩ বছর গ্রেড ও স্কেল অনুযায়ী ইনক্রিমেণ্ট হচ্ছে না, ৩০ হাজার অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিককে আইনত প্রাপ্য গ্র্যাচুইটি দেওয়া হচ্ছে না, মূল্যবৃদ্ধি অনুপাতে মহার্ঘভাতা দেওয়া হচ্ছে না। দেড় বছর, সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম বেতন না দিয়ে নতুন শ্রমিকদের দৈনিক ২৫/৩০ টাকা বেতনে খাটাচ্ছে মালিকরা। পি এফ ও ই এস আই-এর যথাক্রমে ২০০ ও ৬০ কোটি টাকা মালিকরা জমা দেয়নি। বেঙ্গল জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন সহ চারটি ইউনিয়নের নেতারা ধর্মঘটের দু-সপ্তাহ আগেও মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে উপরোক্ত বিষয়গুলি জানিয়েছেন।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত বেঙ্গল জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, মালিকরা কর্মচারীদের কাজের বোঝা ক্রমাগত বাড়াচ্ছে। ৯ লক্ষ মেট্রিক টনের জায়গায় এখন সাড়ে ১৭ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন হচ্ছে, অথচ কর্মচারীর সংখ্যা সাড়ে তিন লাখ থেকে কমিয়ে দেড় লাখ করা হয়েছে। একই কাজের জন্য পুরনো কর্মীদের তুলনায় নতুন শ্রমিককে কম মজুরি নিতে বাধ্য করা হচ্ছে।

মালিকদের এই অবাধ লুঠ ও বঞ্চনার কথা জেনেও রাজ্য সরকার তা প্রতিকারের কোন চেষ্টা করছে না। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা প্রেস বিবৃতিতে বলেছেন — "চটকল মালিকদের পক্ষ নিয়ে ধর্মঘট ভাঙার উদ্দেশ্যে পুলিশ-সিটু মদতপুষ্ট সমাজবিরোধী ও সংগঠনের কর্মীরা ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর সম্মিলিত হামলা শুরু করেছে।" শ্রমিক বস্তিতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা এবং এলাকা ছাড়ার যে হুমকি দেওয়া হচ্ছে — তিনি তার তীব্র নিন্দা করেন। ১৭ আগস্ট দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এক বিবৃতিতে চটকল শ্রমিকদের এই আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।

সপ্তাহকাল ধর্মঘট চলা সত্ত্বেও সি পি এম ফ্রন্ট সরকার কোন ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের ব্যবস্থা করেনি। এই সংবাদ প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চলছে।

## পেপ্‌সি ও কোকাকোলা
## সরকার মাল্টিন্যাশনাল-এর স্বার্থ দেখছে

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৩ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন —

"মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানিগুলি যাতে অসন্তুষ্ট না হয় সেজন্য সি পি আই (এম) পরিচালিত রাজ্য সরকার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষপর্যন্ত পেপ্‌সি ও কোকাকোলার পানীয় জল পরীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশ করছে না। কেন্দ্রীয় সরকারকে দেখিয়ে তারা এর দায়িত্ব এড়াচ্ছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারও জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারি কমিটি গঠন করে গোটা বিষয়টা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধামাচাপা দিচ্ছে। ফলে দুই সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দূষিত পানীয় জলের ব্যবসা চলতে থাকবে।

আমরা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মাল্টিন্যাশানাল ঘেঁষা জনস্বাস্থ্য হানিকর এই কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।"

## সমগ্র রাজ্যে মোট গ্রেপ্তার ১৩৭৯

| গ্রেপ্তার (জেলাওয়ারি হিসাব) | |
|---|---|
| কলকাতা | ১৫৭ জন |
| হাওড়া | ১৫ জন |
| হুগলি | ৬ জন |
| বর্ধমান | ৪ জন |
| মেদিনীপুর | ২২৪ জন |
| দক্ষিণ ২৪ পরগণা | ২৪ জন |
| উত্তর ২৪ পরগণা | ৯০ জন |
| বীরভূম | ২৩৬ জন |
| বাঁকুড়া | ৫১ জন |
| জলপাইগুড়ি | ৭৬ জন |
| পুরুলিয়া | ১১৬ জন |
| মুর্শিদাবাদ | ১৭৯ জন |
| দিনাজপুর উত্তর | ৪ জন |
| দিনাজপুর দক্ষিণ | ২০ জন |
| মালদহ | ৮ জন |
| কোচবিহার | ১৪২ জন |
| দার্জিলিং | ২৭ জন |

**বন্‌ধের দিন পুলিশের নির্বিচার আক্রমণ ও লাঠিচার্জে আহত ৪৪ জন, গুরুতর আহত ২১ জন।**

৩ জন মহিলাসহ ৪ জন গুরুতর আহত কমরেডকে লালবাজার লক-আপ থেকে পুলিশ নিজেই হাসপাতালে ভর্তি করাতে বাধ্য হয়, যা থেকেই বোঝা যায় আঘাত কত গুরুতর। বালিতে ১ জন ও মেদিনীপুরে ২ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

# বর্ধিত পরিবহণ কর ও তেলের উপর সেস প্রত্যাহার কর

২৫ আগস্ট এক বিবৃতিতে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন —

রাজ্য সরকার কর্তৃক পরিবহণ কর বৃদ্ধি এবং পেট্রল-ডিজেলের উপর অতিরিক্ত সেস্ বৃদ্ধি জনস্বার্থ বিরোধী। তাই আমরা দাবি করছি, রাজ্য সরকার অবিলম্বে এই বর্ধিত পরিবহণ কর এবং পেট্রল-ডিজেলের উপর অতিরিক্ত সেস্ প্রত্যাহার করে বাস মালিক ও পেট্রল ডিলার সমিতির ডাকা ধর্মঘট সংক্রান্ত সমস্যার সুষ্ঠ সমাধানে উদ্যোগী হোন।

*সম্পাদক মানিক মুখার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।*

*ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ* suci_cc@vsnl.net